দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 06 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪ ...

ভুয়া রেজিস্ট্রেশন

এসএসসি ঃ যশোর বোর্ডে দুই হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার আবেদন বাতিল

যশোর ব্যুরো ঃ ৫ মার্চ।– ভুয়া এসএসসি পরীক্ষার্থী খুঁজে বের করতে যশোর শিক্ষা বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির কাছে মূল রেজিস্ট্রেশন রসিদের বিবরণী চেয়েছিল। কিন্তু গত এক মাসে এর ২৫ শতাংশই শিক্ষাবোর্ডে পাঠান হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, এসব পরীক্ষার্থীর মূল রেজিস্ট্রেশন রসিদ নেই এবং এরা ভুয়া পরীক্ষার্থী। এদিকে শিক্ষাবোর্ড ইতোমধ্যে দুই হাজার ভুয়া পরীক্ষার্থী খুঁজে বের করে তাদের পরীক্ষার আবেদন বাতিল করে দিয়েছে।

যশোর শিক্ষাবোর্ডের অধীন বিভিন্ন স্কুলের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পরীক্ষার ফরম পূরণ করে। এসব ছাত্র-ছাত্রীর অধিকাংশ অষ্টম ও নবম শ্রেণীর। শিক্ষা বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের সহযোগিতায় ভুয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে। বিষয়টি জানাজানি হলে শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক গত ৬ ফেব্রুয়ারী সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পত্র পাঠান। ওই পত্রে বলা হয়, অভিযোগ ঃ ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বেশ কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী স্বীকৃত রেজিস্ট্রেসন সংখ্যা নয় এমন রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে ফরম পূরণ করেছে। এক বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশনকৃত পরীক্ষার্থী অন্য বিদ্যালয়ের মাধ্যমে দাখিলা ফরম পুরণ করেছে। এ সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ যাচাই–এর জন্য

(৮–এর পৃঃ ৬–এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার আবেদন বাতিল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সকল পরীক্ষার্থীর মূল রেজিস্ট্রেশন রসিদ এবং রেজিস্ট্রেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী বোর্ডে পেশ করার অনুরোধ জানান হচ্ছে। যেসব পরীক্ষার্থীর মূল রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যাবে না, তাদের পরীক্ষার আবেদন সরাসরি বাতিল করা হবে।

শিক্ষাবোর্ডের অধীন ১৯৯৫ সালে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার জন্য ১ লাখ ৫৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করে। শিক্ষা বোর্ডের ওই পত্র পাওয়ার পর বিভিন্ন স্কুল থেকে মোট পরীক্ষার্থীর ৭৫ শতাংশ অর্থাৎ ১ লাখ ১৯ হাজার জনের মূল রেজিস্ট্রেশন রসিদের বিবরণী শিক্ষা বোর্ডে এসেছে। বাকী প্রায় ৪০ হাজার জনের (২৫ শতাংশ) বিবরণী সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহ থেকে শিক্ষা বোর্ডে আসেনি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানান, বিবরণী পাওয়া না গেলে যথারীতি তাদের পরীক্ষার আবেদন বাতিল করা হবে।

এদিকে ১৪ সদস্যের তদন্ত কমিটি ভুয়া রেজিস্ট্রেসন পরীক্ষার্থী খুঁজে বের কবতে তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি ধীর। শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতিপরায়ণ চক্র বাধার সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ। তবে বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, কোনক্রমেই ভুয়া রেজিস্ট্রেশনকারীরা পরীক্ষা দিতে পারবে না। তিনি আরও জানান, দু'হাজার ভুয়া পরীক্ষার্থীকে সনাক্ত ও তাদের আবেদন ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে।